গাংনীর কসবায় এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া দুই শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবায় এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া দুই কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দিয়েছে কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থা।

শনিবার বিকেলে কসবা বাজারে সংগঠনটির নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও ফুলের স্টিক তুলে দেওয়া হয়।

সংবর্ধনা পাওয়া দুই শিক্ষার্থী হলেন ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করা সায়েম শেখ ও সাদিয়া আফরিন ইমু। সায়েম শেখ ঢাকার বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজে এবং সাদিয়া আফরিন ইমু গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তি হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল। এ সময় সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. শহিদুল্লাহ, কলেজশিক্ষক বাকাবিল্লাহ এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাগর ইসলাম বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্যে সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে এমন আয়োজন করায় সংগঠনটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো করার উৎসাহ বাড়াবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, “আমরা প্রত্যাশা করি, তোমরা ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির জন্য দক্ষ, সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলবে। মানবিক ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পথে তোমাদের এই অর্জন হোক আরও বড় স্বপ্ন পূরণের একটি ধাপ।”

তিনি আরও বলেন, “তোমরা এইচএসসিসহ পরবর্তী সব পরীক্ষায় ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। সত্যিকারের মানুষ

হিসেবে নিজেদের তৈরি করে সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করবে।”

মেহেরপুরে কিশোর-কিশোরীদের অনলাইন নিরাপত্তা ও জেন্ডার সচেতনতায় সেশন

কিশোর-কিশোরীদের অনলাইন নিরাপত্তা, ডিজিটাল সচেতনতা ও জেন্ডার স্টেরিওটাইপ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে মেহেরপুরে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘সমতায় তারুণ্য’ প্রকল্পের আওতায় হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ সেশনের আয়োজন করা হয়।

শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মেহেরপুরের বাঙালিয়ানা ভোজ রেস্টুরেন্টে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

সেশনে অনলাইন নিরাপত্তা, ডিজিটাল নিরাপত্তা, জেন্ডার স্টেরিওটাইপ, কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরাপদ অনলাইন আচরণ, পারস্পরিক সম্মান এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

আলোচনায় কিশোর-কিশোরীরা অনলাইন কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে কোনো সমস্যা বা হয়রানির শিকার হলে নির্ভয়ে বিশ্বস্ত অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। একই সঙ্গে নিরাপদ ও সমতাভিত্তিক পরিবেশ গড়ে তুলতে তরুণ প্রজন্মের সচেতনতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।

সেশন পরিচালনা করেন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ মাহফুজুর রহমান এবং সংগঠনটির ভলান্টিয়ার কো-অর্ডিনেটর সাদিয়া আক্তার রিপা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইয়ুথ অ্যাক্টিভিস্ট রাজিয়া খাতুন, শিহাব

হাসান, সংগঠনটির মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক (ডিরেক্টর অব হিউম্যান রিসোর্স) আনাস আহম্মেদ, সদস্য মোছা. টুম্পা ও সাব্বিরসহ আরও অনেকে।

আয়োজকেরা জানান, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অনলাইন নিরাপত্তা ও জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ, সচেতন ও সমতাভিত্তিক পরিবেশ গড়ে তুলতে তরুণ প্রজন্ম ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করাই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

মেহেরপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিএনপির উদ্যোগে শাড়ি বিতরণ

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেহেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ১ হাজার শাড়ি বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি। বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপহার হিসেবে এসব শাড়ি বিতরণ করা হয়।

শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি বলেন, ধর্মীয় পরিচয় যার যার, তবে রাষ্ট্রের অধিকার সবার সমান। সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও মানুষের পাশে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, তারেক রহমান নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, বাংলাদেশ সব ধর্মের মানুষের দেশ। এখানে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন ও নিরাপদে বসবাসের অধিকার রয়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার নিরাপত্তা ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়েই সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

সভাপতির বক্তব্যে জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, মেহেরপুরে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে জেলার সব মানুষকে সমান মর্যাদা দেওয়া এবং সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের প্রত্যাশা।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, মানুষের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। ধর্মীয় পরিচয় যা-ই হোক, প্রতিটি মানুষের মর্যাদা রক্ষা এবং সবার পাশে দাঁড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়জ উদ্দিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ এবং গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল করিমসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

মেহেরপুরে চড়া মাছ-সবজির বাজার

মেহেরপুরের বাজারে সবজি ও মাছের দামে স্বস্তি নেই। বিশেষ করে বাইরে থেকে আসা টমেটোর দাম কেজিপ্রতি ২০০ টাকায় পৌঁছেছে।

এ ছাড়া আদা ২৪০ টাকা, গাজর ১৫০ টাকা ও শিম ১২০ টাকা কেজি দরে

বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে মাছের বাজারেও চড়া দাম। পণ্যের দাম নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে অসন্তোষ থাকলেও খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে বেচাকেনা কমে গেছে। এতে বাড়তি খরচের চাপে পড়েছেন ক্রেতারা, আর বিক্রি কমে বিপাকে পড়েছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে সবজি, মাছ, মুরগি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামে এমন চিত্র দেখা গেছে।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে, আবার কয়েকটির দাম কমেছে। শুক্রবার সকালে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ১০০ টাকা, কচু ৪০ টাকা, টমেটো ২০০ টাকা, কাঁচামরিচ ১০০ টাকা, বেগুন ৮০ টাকা, আদা ২৪০ টাকা, শসা ৬০ টাকা, কলা ৪০ টাকা, আলু ২৫ টাকা, লাউ ৪০ টাকা, পেঁপে ২০ টাকা, বরবটি ৪৫ টাকা, গাজর ১৫০ টাকা, ওল ৫০ টাকা, লালশাক ৪০ টাকা, পটল ৪৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৪০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৫০ টাকা, ঝিঙে ৫০ টাকা, করলা ৫০ টাকা, কাঁকরোল ৫০ টাকা, পুঁইশাক ২৫ টাকা, শিম ১২০ টাকা, ফুলকপি ৮০ টাকা, মূলা ৩০ টাকা ও বিটরুট ১২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪২ টাকা, রসুন ৮৫ টাকা, কচু ৩৫ টাকা, টমেটো ১৬৫ টাকা, কাঁচামরিচ ৬৫ টাকা, বেগুন ৬৫ টাকা, আদা ২১০ টাকা, শসা ৪৫ টাকা, কলা ৩২ টাকা, আলু ১৯ টাকা, লাউ ২৫ টাকা, পেঁপে ১০ টাকা, বরবটি ৩৫ টাকা, গাজর ১৩০ টাকা, ওল ৩৫ টাকা, লালশাক ৩০ টাকা, পটল ৩৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ২৫ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৪০ টাকা, ঝিঙে ৩৬ টাকা, করলা ৪০ টাকা, কাঁকরোল ৩৫ টাকা, পুঁইশাক ১৫ টাকা, শিম ১০০ টাকা, ফুলকপি ৭০ টাকা, মূলা ২০ টাকা ও বিটরুট ১০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি বিক্রেতা জব্বার বলেন, “দিন দিন আমাদের তহবাজারে খুচরা ব্যবসায়ীদের বেচাকেনা অনেকটা কমে যাচ্ছে। ক্রেতারা আগের মতো বাজার করছেন না। পণ্য কিনে দোকানে তুললেও বিক্রি কম হওয়ায় ব্যবসা চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। এভাবে চলতে থাকলে ছোট ব্যবসায়ীদের টিকে থাকা আরও কঠিন হবে।”

ব্যবসায়ী রুস্তম আলী বলেন, “বাজারে প্রায় সব পণ্যের আমদানি মোটামুটি ভালো। তবে বাইরে থেকে যেসব সবজি আসে, সেগুলোর দাম একটু বেশি। বিশেষ করে টমেটোর দাম অনেক চড়া। বেশি দামে কিনে আনতে হওয়ায় কম দামে বিক্রি করাও সম্ভব হচ্ছে না। দাম বেশি থাকায়

ক্রেতারাও প্রয়োজনের তুলনায় কম কিনছেন।”

সবজি ক্রেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, “প্রতিদিনই পরিবারের জন্য সবজি কিনতে হয়। কিন্তু কিছু সবজির দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে টমেটোসহ বাইরে থেকে আসা সবজির দাম অনেক বেশি। বাজারে কোন পণ্যের দাম কেন বাড়ছে, তা তদারকি করা দরকার। প্রশাসনের নিয়মিত নজরদারি থাকলে অস্বাভাবিক দাম নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করি।”

সবজির পাশাপাশি মাছ কিনতেও ক্রেতাদের বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে। খুচরা বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩৫০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৮০ টাকা, তেলাপিয়া ১৯০ টাকা, পাঙ্গাস ১৯০ টাকা, বড় গ্লাসকার্প ৪০০ টাকা, বড় কাতলা ৪৫০ টাকা, দেশি চিংড়ি ১ হাজার টাকা, জিউল ৩২০ টাকা, কই ২০০ টাকা ও বাটা মাছ ১৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩২০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৫০ টাকা, তেলাপিয়া ১৭০ টাকা, পাঙ্গাস ১৬৬ টাকা, বড় গ্লাসকার্প ৩৬০ টাকা, বড় কাতলা ৪০০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৯০০ টাকা, জিউল ২৯০ টাকা, কই ১৭৫ টাকা ও বাটা মাছ ১৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী শ্রী পান কৃষ্ণ হালদার বলেন, “মেহেরপুর বাজারে পাইকারি ব্যবসায়ীদের আড়তের সামনেই মাছ খুচরা বিক্রি করা হচ্ছে। এতে আলাদা দোকান নিয়ে ব্যবসা করা খুচরা ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় সমস্যায় পড়ছেন। আড়তের সামনে পাইকারি ব্যবসার পাশাপাশি খুচরা বিক্রি চলতে থাকলে আমাদের মতো ব্যবসায়ীদের বেচাকেনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাজারে ব্যবসার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।”

মাছ ব্যবসায়ী বকুল হালদার বলেন, “মাছের দাম দিন দিন বাড়ছে। গত সপ্তাহের মতোই দাম রয়েছে, কিন্তু খুচরা ব্যবসায়ী হিসেবে আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী বেচাকেনা করতে পারছি না। বেশি দামে মাছ কিনে এনে বিক্রি করতে হচ্ছে। অথচ দাম শুনে অনেক ক্রেতা প্রয়োজনের তুলনায় কম মাছ কিনছেন। এভাবে ব্যবসা চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।”

মাছ ক্রেতা ফয়সাল মাহমুদ বলেন, “প্রতিদিনই আমাদের মাছের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মাছের দাম দিন দিন বাড়ছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে মাছের আমদানি কম থাকায় দাম বেশি। কিন্তু বাড়তি দামের চাপ শেষ পর্যন্ত আমাদের মতো সাধারণ ক্রেতাদেরই বহন করতে হচ্ছে। মাছের সরবরাহ ও দাম নিয়মিত তদারকি করে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার

মধ্যে রাখার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।”

মুরগির বাজারে প্রতি কেজি ব্রয়লার ১৯০ টাকা, সোনালি ৩০০ টাকা, লেয়ার ৩৮০ টাকা এবং দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। হাঁসের মধ্যে চিনিহাঁস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মুরগির ক্রেতা আসলাম হোসেন বলেন, “আমার বাড়ি আমঝুপিতে। সেখানে ব্রয়লার, লেয়ার ও সোনালি মুরগি মেহেরপুর শহরের বাজারের তুলনায় কেজিতে প্রায় ১৫ টাকা কম দামে পাওয়া যায়। একই এলাকার মধ্যে দামের এমন পার্থক্য কেন, তা খতিয়ে দেখা দরকার। বাজারে দাম যাচাই ও তদারকি বাড়ানো হলে ক্রেতারা উপকৃত হবেন।”

এদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লাল স্বর্ণা চাল ৫০ টাকা, আটা ৫০ টাকা, মসুর ডাল ১২০ টাকা, কলাই ডাল ২০০ টাকা, মটর ডাল ৬০ টাকা, ছোলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে মেহেরপুরের বাজারে সবজি ও মাছের চড়া দামে স্বস্তি নেই ক্রেতাদের। বাইরে থেকে আসা সবজির বাড়তি দাম, মাছের বাজারে খুচরা ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে অভিযোগ এবং বেচাকেনা কমে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের হতাশা বাজার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা এবং অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুরে মহিলা এমপি শওকত আরা আখতারকে জেলা বিএনপির ফুলেল

শুভেচ্ছা

সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আখতারের মেহেরপুরে আগমন উপলক্ষে জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে মেহেরপুর সার্কিট হাউসে জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা জাসাসের সদস্যসচিব বাকাবিল্লাহসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এ সময় নেতৃবৃন্দ সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আখতারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর মেহেরপুর আগমনকে স্বাগত জানান।

গাংনীতে মাধ্যমিকে কমেছে ২,৬৭০ শিক্ষার্থী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও কমেছে মাধ্যমিক পর্যায়ে। গত বছরের তুলনায় চলতি বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী বেড়েছে ৬৫২ জন। অন্যদিকে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী কমেছে ২ হাজার ৬৭০ জন। শিক্ষার্থীদের আবারও বিদ্যালয়মুখী করতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। অপরদিকে, শিক্ষকদের আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ ও পাঠদান পদ্ধতির উন্নতির পাশাপাশি স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০২৫ সালে গাংনী

উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষার্থী ছিল ২৮ হাজার ৮২০ জন। ২০২৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ১৫০ জনে। অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে শিক্ষার্থী কমেছে ২ হাজার ৬৭০ জন। উপজেলায় মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা রয়েছে ৭৪টি।

অন্যদিকে, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০২৫ সালে উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ছিল ১৯ হাজার ৭২৫ জন। ২০২৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ হাজার ৩৭৭ জনে। অর্থাৎ, এক বছরে শিক্ষার্থী বেড়েছে ৬৫২ জন। উপজেলায় মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৬২টি।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দিন দিন গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। মাদকাসক্তি ও বাল্যবিবাহের মতো ঘটনা শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে আগামী প্রজন্ম শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সচেতন হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের মতে, চলতি বছর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু হওয়ায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে আগামী বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

আয়েশা খাতুন নামের এক অভিভাবক বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির অন্যতম কারণ স্কুল ফিডিং কার্যক্রম। এ উদ্যোগ আরও আগে নেওয়া হলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়ত। কার্যক্রমটি চালু থাকলে ২০২৭ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়বে বলে আশা করছি। এ ছাড়া আগের তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মানও বেড়েছে।

রফিকুল ইসলাম নামের এক অভিভাবক বলেন, প্রতিটি বাবা-মায়ের উচিত নিজের সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখা। প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক অভিভাবক সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে অপেক্ষা করেন। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে ওঠার পর অনেকেই সন্তানের পড়ালেখার বিষয়ে তেমন খোঁজখবর রাখেন না। এতে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে পড়ালেখা থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ আশপাশের দোকানে গিয়ে বিড়ি-সিগারেট সেবন করে। একপর্যায়ে তারা মাদকাসক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।

আশরাফুল আলম নামের এক অভিভাবক বলেন, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে শিক্ষক ও অভিভাবক—উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকদের নজর রাখতে হবে। বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে সে কোথায় যাচ্ছে এবং কী করছে, সেদিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। নজরদারির অভাবে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে শ্রেণিকক্ষ থেকে দূরে সরে যেতে পারে এবং খারাপ সঙ্গের কারণে মাদকাসক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

মো. বাবর আলী বলেন, মাঝেমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করা উচিত। বিদ্যালয়ে বিড়ি-সিগারেট আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। কোনো শিক্ষক এ ধরনের কাজে জড়িত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের ধূমপানের বিষয়টিও নজরদারির আওতায় আনতে হবে। শিক্ষক সচেতন না হলে শিক্ষার্থীরা ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। সন্তান কার সঙ্গে মিশছে, কী করছে এবং কোথায় যাচ্ছে—এসব বিষয়ে অভিভাবকদেরও খোঁজ রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীর প্রতি দায়িত্ব শিক্ষকের, আর সন্তানের সার্বিক খোঁজখবর রাখা অভিভাবকের দায়িত্ব।

আরিফুল ইসলাম নামের এক সচেতন ব্যক্তি বলেন, বিদ্যালয়ের আশপাশের দোকানগুলোতে স্কুল চলাকালে কোনো শিক্ষার্থী বিড়ি-সিগারেট কিনছে কি না, তা নজরদারি করতে হবে। এ সময় কোনো শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান করছে কি না, সেদিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। শিক্ষকদেরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশের দোকানে বসে ধূমপান করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অনেক সময় শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের পাশের দোকানে বসে ধূমপান করতে দেখা যায়। দায়িত্ববোধ থেকে তাঁদের এ ধরনের আচরণ পরিহার করা উচিত।

মতিয়ার রহমান নামের এক শিক্ষক বলেন, তিন বছর আগেও তাঁদের বিদ্যালয়ে ৫০০ থেকে ৫৫০ জন শিক্ষার্থী ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। ২০২৬ সালে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থী কমে দাঁড়িয়েছে ৩০০ থেকে ৩৫০ জনে। এভাবে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থী কমছে। তাঁর মতে, মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ ও মোবাইল ফোনে অতিরিক্ত আসক্তি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। খারাপ বন্ধুদের সঙ্গে মিশে অনেক শিক্ষার্থী পড়ালেখা ছেড়ে দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের আবারও বিদ্যালয়মুখী করতে এসব সমস্যা চিহ্নিত করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ বলেন, বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের আন্তরিকতা, শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং পাঠদান পদ্ধতির উন্নতির কারণে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। এ ছাড়া স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের কারণেও শিক্ষার্থী বেড়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে প্রতিবছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, গত বছরের তুলনায় মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। শিক্ষার্থীদের আবারও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানমুখী করতে কাজ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিভাবক সমাবেশ ও মা সমাবেশ আয়োজনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠান এ নির্দেশনা অমান্য করলে সে বিষয়ে তথ্য পাওয়ার পর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ ও মোবাইল ফোনে অতিরিক্ত আসক্তি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ। এসব সমস্যা কমানো গেলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আবারও বাড়তে পারে। এ বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কোনো শিক্ষার্থী ভুল পথে এগিয়ে যাক, তা তাঁরা কখনোই চান না।

সংসদে সার, গ্যাস ও তেলের অভাব নেই, বাইরে প্রচণ্ড সংকট

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খান বলেছেন, “আমরা যখন সংসদে কথা বলি, সেখানে সারের অভাব নেই, গ্যাসের অভাব নেই, তেলের অভাব নেই। অথচ সংসদের বাইরে এসবের প্রচণ্ড সংকট।”

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত লিফলেট বিতরণ ও কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

চাকরিতে নিয়োগব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাজউদ্দীন খান বলেন, কোটা সংস্কারের দাবিতে তরুণেরা ‘কোটা নয়, মেধা’ স্লোগান দিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু এখন আবার নিয়োগে নতুন করে কোটা চালুর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া এবং চাকরির জন্য ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেনের অভিযোগও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, “সেই দামাল ছেলেরা কি এসব মেনে নেবে?”

তিনি বলেন, মানুষের কথা বলার অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও কথা বলার কারণে আবারও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রণীত ডিজিটাল আইন ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েও সমালোচনা করেন তিনি।

তাজউদ্দীন খান বলেন, বিরোধী দলের কেউ নির্বাচিত হলে তাঁরা কী করতে পারবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ আলাদা করে দেওয়া হয়। কারও বাপের ক্ষমতা নেই সেই বরাদ্দ কেটে নেওয়ার।” এ সময় বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের হুমকি-ধমকি দেওয়ার অভিযোগও করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, শুধু একজন ব্যক্তি বা একটি দলের পরিবর্তন হলেই হবে না; কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সৎ, যোগ্য ও নীতিবান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশের মানুষের অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই।

বারাদী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ও চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মো. আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। এ ছাড়া মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানাসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস পালিত

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা, র্যালি ও স্মার্ট সাদাছড়ি বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক ও টিআই আব্দুল হান্নান। স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল।

জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এ সভা সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক তৌফিকুল ইসলাম। ‘বৃষ্টি যেখানে সীমিত, সম্ভাবনা সেখানে সীমাহীন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা এনজিও সমিতির সভাপতি মোশাররফ হোসেন, পরিবার পরিকল্পনা সহকারী হাবিবুর রহমান এবং বাউট বাধাগ্রস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এনামুল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, সাদাছড়ি কেবল একটি লাঠি নয়, এটি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতার প্রতীক। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। তাঁদের কল্যাণে সরকারসহ সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদের প্রতি করুণা নয়, বরং সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য শুধু দিবসটির অপেক্ষায় থাকলে চলবে না; সারা বছরই তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

আলোচনা সভা শেষে ছয়জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে স্মার্ট সাদাছড়ি বিতরণ করা হয়।

এর আগে দিবসটি উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের নেতৃত্বে র্যালিটি বাদ্যযন্ত্রের তালে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল এবং জেলা এনজিও সমিতির সভাপতি মোশাররফ হোসেনসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

সীমান্তের শূন্যরেখায় মায়ের শেষ মুখ দেখলেন মেয়ে

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তে শূন্যরেখায় মায়ের মরদেহ শেষবারের মতো দেখার সুযোগ পেলেন বাংলাদেশে থাকা মেয়ে ও জামাই।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১০৯ নম্বর প্রধান পিলারের কাছে বিজিবি ও বিএসএফের সমন্বয়ে তাঁদের এ সুযোগ করে দেওয়া হয়।

জানা গেছে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার মালিয়াপোতা পোস্টের গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা মোছা. জায়রা
(৭০) বার্ধক্যজনিত ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে নিজ বাড়িতে মারা যান।

মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা তাঁর মেয়ে হাফিজা খাতুন ও জামাই ফিকির আলী শেষবারের মতো মরদেহ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিষয়টি বিজিবিকে জানানো হলে সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সমন্বয়ে মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

পরে মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা বিওপির বিজিবি টহল কমান্ডার হাবিলদার শরিফুল ইসলামসহ পাঁচজন বিজিবি সদস্য এবং বিএসএফের ইন্সপেক্টর এস কে রায়সহ পাঁচজন বিএসএফ সদস্যের উপস্থিতিতে ১০৯ নম্বর প্রধান পিলারের কাছে শূন্যরেখায় মরদেহটি দেখানো হয়।

মরদেহ দেখার পর আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মায়ের মুখ শেষবারের

মতো দেখতে পেরে বিজিবি ও বিএসএফ সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন হাফিজা খাতুন ও তাঁর স্বামী ফিকির আলী। এ সময় উপস্থিত সীমান্তরক্ষী সদস্যরাও তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানান।মরদেহ দেখানো শেষে ভারতের নিজ গ্রামে ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী জায়রার দাফন সম্পন্ন হয়।

মেহেরপুরে একই ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ নিয়ে দুই ধরনের রিপোর্ট, তদন্তের দাবি

মেহেরপুরের সোহাগ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এক নারীর রক্তের গ্রুপ পরীক্ষার রিপোর্টে গরমিলের অভিযোগ উঠেছে। ওই নারীর রক্তের গ্রুপ সেখানে বি পজিটিভ (B+) উল্লেখ করা হলেও পরে অন্য দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষায় ও পজিটিভ (O+) রিপোর্ট পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন তাঁর ছেলে মো. হুজাইফা ডিক্লিয়ার।

এ ঘটনায় জনস্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন তিনি।

ওই নারী মোছা. মনোয়ারা রহমান। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান বাদশার স্ত্রী। তাঁর বয়স আনুমানিক ৭৫ থেকে ৭৭ বছর।

হুজাইফা ডিক্লিয়ারের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, মেহেরপুর শহরের জেনারেল হাসপাতাল সড়কে অবস্থিত সোহাগ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তাঁর মায়ের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করানো হয়।

সেখানে রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ উল্লেখ করা হয়। পরে অন্য দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করালে রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ পাওয়া যায়। একই ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ পরীক্ষায় ভিন্ন ফলাফল আসার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুরের এমওসিএস চিকিৎসক ইনজামাম উল হক বলেন, “রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ে ভুল হওয়া খুবই মারাত্মক বিষয়। রক্ত সঞ্চালনের আগে ক্রসম্যাচিংয়ের মাধ্যমে অনেক অসংগতি ধরা পড়তে পারে। কিন্তু এ পর্যায়েও যদি ভুল হয়, তাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিষয়টি সিভিল সার্জনকে জানিয়েছি। তিনি সরকারি কাজে ঢাকায় আছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

অন্যদিকে, সোহাগ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পরিচালক মো. সোহাগ রক্ত পরীক্ষায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি নাকচ করেননি। তিনি বলেন, “রক্ত পরীক্ষায় ভুল হয়নি, সেটা আমরা অস্বীকার করছি না। তবে হাসপাতাল থেকে যে রক্ত পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছিল, সেটি ওই রোগীরই কি না, তা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।

রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকেও এখনো আমাদের কাছে কিছু জানানো হয়নি। ওই দিন ২৬ জন রোগী পরীক্ষা করাতে এসেছিলেন। টেকনোলজিস্টের কারণে কোনো ভুল হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে।”